দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

14

ইসলামী ভার্সিটিতে অচলাবস্থা

জামায়াতীকরণ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

ঝিনাইদহ, ৭ জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে জামায়াতীকরণসহ বিভিন্ন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদে উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনের মুখে উপাচার্যের কর্মস্থল ত্যাগের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা এবং ক্লাসসমূহ বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থা ও উপাচার্যের একগুঁয়ে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (শা-পা) অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বানের পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হলেও সঙ্কট নিরসনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত এখন উপাচার্যের একগুঁয়েমির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

উপাচার্য প্রফেসর ইনামউল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি সহ বেশ কিছু অভিযোগের প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। কিন্তু উপাচার্য ইনামউল হক ছাত্রছাত্রীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে দিনে দিনে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্য বিষয়ের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে, আল ফিকাহ নামে আরও একটি নতুন অনুষদ খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই অনুষদ খোলার সিদ্ধান্তের প্রতি ছাত্র শিবিরের সমর্থন থাকলেও অন্যান্য ছাত্র সংগঠন এই অনুষদ খোলার ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। উপাচার্যের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অনিয়ম, অব্যবস্থার প্রতিবাদে ও তাঁর পদত্যাগের দাবিতে গত ২৯ জুন থেকে ছাত্রলীগ (শা-পা) বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করে। পরদিন ৩০ জুন উপাচার্য ছাত্র আন্দোলনের মুখে কর্মস্থল ত্যাগ করেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত "শাপলা ফোরাম" গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ফোরাম নেতৃবৃন্দ মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতি উপাচার্যের অদক্ষতা ও অদূরদর্শিতার ফল। ফোরাম নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।